

-
-
-

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

দুঃসাহসিক কাজ কষ্টস্বীকারের যোগ্য

- ভ্রমণ পিপাসু চোখ
- পরবর্তী গন্তব্য?
 - কক্সবাজারের দর্শনীয় স্থানসমূহ
 - খুলনার সুন্দরবন
 - সিলেটের চা বাগান
 - বান্দরবানের পাহাড়
- গ্যালারী
- আমাদের সাথে
- ব্লগ
- যোগাযোগ
- জেলা
 - কক্সবাজার
 - কিশোরগঞ্জ
 - কুড়িগ্রাম
 - কুমিল্লা
 - কুষ্টিয়া
 - খাগড়াছড়ি
 - খুলনা
 - গাইবান্ধা
 - গাজীপুর
 - গোপালগঞ্জ
 - চট্টগ্রাম
 - চাঁদপুর
 - চুয়াডাঙ্গা
 - জয়পুরহাট
 - জামালপুর

- [ঝালকাঠি](#)
- [ঝিনাইদহ](#)
- [টাঙ্গাইল](#)
- [ঠাকুরগাঁও](#)
- [ঢাকা](#)
- [দিনাজপুর](#)
- [নওগাঁ](#)
- [নওয়াবগঞ্জ](#)
- [নড়াইল](#)
- [নরসিংদী](#)
- [নাটোর](#)
- [নারায়ণগঞ্জ](#)
- [নীলফামারী](#)
- [নেত্রকোনা](#)
- [নোয়াখালী](#)
- [পঞ্চগড়](#)
- [পটুয়াখালী](#)
- [পাবনা](#)
- [পিরোজপুর](#)
- [ফরিদপুর](#)
- [ফেনী](#)
- [বগুড়া](#)
- [বরগুনা](#)
- [বরিশাল](#)
- [বাগেরহাট](#)
- [বান্দরবান](#)
- [ব্রাহ্মণবাড়ীয়া](#)
- [ভোলা](#)
- [ময়মনসিংহ](#)
- [মাগুরা](#)
- [মানিকগঞ্জ](#)
- [মাদারীপুর](#)
- [মুন্সীগঞ্জ](#)

[Menu](#)

ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা

[September 25, 2016 Ahsan Kabir](#)

ঢাকা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত কুমিল্লা জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত যা কিনা ১৭৯০ সালে ত্রিপুরা জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে কুমিল্লা নামকরণ করা হয়। কুমিল্লার আয়তন ৩০৮৫.১৭ বর্গ কিলোমিটার এর উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমে মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর। কুমিল্লার প্রধান ৩টি নদী হচ্ছে মেঘনা, গোমতী ও ডাকাতিয়া নদী। কুমিল্লা কোর্ট রোড ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্র্যাক্স রোডের বর্ধিতাংশ যা চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ওয়ার সিমেন্ট্রি : ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ওয়ার সিমেন্ট্রিতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় নিহত সৈনিকদের সমাধিস্থল। বাংলাদেশ, আসাম ও মিয়ানমারে ৯টি সমাধিক্ষেত্র তৈরি করা হয় এর মধ্যে বাংলাদেশে ২টি নির্মাণ করা হয়, একটি কুমিল্লাতে এবং অন্যটি চট্টগ্রামে। এই সমাধি ক্ষেত্রটিতে ১৯৩৯-১৯৪৫সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় নিহত বিভিন্ন দেশের ৭৩৬টি কবর আছে। সমাধিক্ষেত্রটিতে প্রচুর গাছ রয়েছে।

কিভাবে যাবেন - ক্যান্টনমেন্টে নেমে বাম দিকের কোম্পানীগঞ্জগামী রাস্তায় মিনিট পাচেক হাটলেই বা অটোতে পাচ টাকা করে দিলেই নিয়ে যাবে, সেখানে পাবেন কুমিল্লা ওয়ার সিমেন্ট্রি, ভিতরে ঢুকে দেখে নিতে পারেন তবে

ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ আছে, চাইলে লুকিয়ে লুকিয়ে দুই এক টা তুলে নিতে পারেন। কুমিল্লা শহর হতে ট্যাক্সি যোগে যাওয়া যায়।

বার্ড : এটি মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজ করে। এটি কুমিল্লা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কোটবাড়িতে ময়নামতি-লালমাই এলাকায় অবস্থিত। ১৫৬ একর জমি নিয়ে বার্ড গঠিত। এতে ট্রেনিং ক্যাম্পাস, মসজিদ, রেস্ট হাউজ, লাইব্রেরী, রেস্টুরেন্ট, অডিটোরিয়াম, খেলার জায়গা, ছোট ছোট পাহাড় ও খোলা জায়গা আছে। কুমিল্লায় ঘুরতে আসবেন অর্থাৎ বার্ড দেখবেন না, এক বেলা খাবেন না বার্ডের সেক্স সার্ভিস ক্যাফেটেরিয়াতে, তা কি করে হয়। ছায়া সুনিবিড় মমতা ঘেরা রাস্তা। দু'পাশে নানা রকমের নানা রংয়ের ফুল ও ফলের বাগান। পাখির কূজন আর ফুলের গন্ধে চারদিক ঘিরে রেখেছে বার্ডকে। সবুজের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণচূড়া আর রঙ্গন। বার্ড মূলত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের প্রশিক্ষণ একাডেমি। বার্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ফি লাগে না, তবে অনুমতি নিতে হবে। বার্ডের ভেতরের সুন্দর রাস্তা দিয়ে সামনে এগলেই দুই পাহাড়ের মাঝখানে দেখতে পাবেন অনিন্দ্যসুন্দর বনকুটির। ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন ড. আখতার হামিদ খান।

নীলাচল

পাহাড় : বার্ডের ভিতরে রয়েছে নীলাচল পাহাড়। নির্জন প্রকৃতির এক অকৃত্রিম ভাললাগার জায়গা হচ্ছে নীলাচল।

কিভাবে যাবেন -ক্যান্টমেন্টের গেটের ভিতর থেকে বাস ছাড়ে বার্ড এ যাওয়ার, উঠে পরুন টিকিট নিবে ২০ টাকা। কুমিল্লা শহর হতে ট্যাক্সি যোগে যাওয়া যায়। কুমিল্লা সেনানিবাস বাসস্ট্যান্ড হতে ট্যাক্সি, বাস বা রিক্সা করেও যাওয়া যায়।

লালমাই ,ময়নামতি ও শালবন বিহার:এখানে অনেক টিলা আছে, এর উত্তরের অংশকে ময়নামতি এবং দক্ষিণের অংশকে লালমাই বলা হয় এবং শালবন বিহার হচ্ছে লালমাই ও ময়নামতির মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাজা বুদ্ধদেব অষ্টম শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এতে ১১৫ টি কক্ষ, প্রশস্ত চত্বর এবং মধ্যখানে ত্রুশাকারের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের একটাই মাত্র প্রবেশ পথ যা উত্তর দিকে মুখ করা অনেকটা পাহাড়পুর মঠের মত। এই কক্ষ গুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন এবং জ্ঞানার্জন ও ধর্মচর্চা করতেন।ময়নামতি লালমাই পাহাড়ের অসংখ্য বৌদ্ধ স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে আনন্দ বিহারই সর্ববৃহৎ। অষ্টম শতকের দেব বংশীয় প্রভাবশালী রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক এখানে শালবন বিহারের অনুরূপ একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়েছিল। এখানে আবিষ্কৃত সম্পদের মধ্যে নৃস্ময় দীপ, বৌদ্ধ দেব-দেবীর বিভিন্ন ব্রোঞ্জের মূর্তি, মদ্রালিপি সম্বলিত ফলক, মৃৎ পাত্র ও গুটিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শালবন বিহার থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে কুটিলা মুড়া অবস্থিত যা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নিদর্শন বহন করছে। এখানে পর পর ৩টি বৌদ্ধস্তূপ আছে যা বুদ্ধ, ধর্ম্যা ও সংঘ এই ত্রি রত্নের প্রতিনিধিত্ব করছে। কুটিলা মুড়ার উত্তর-পশ্চিম অংশে ২.৫ কিলোমিটার দূরে ছোট আয়তকার মঠ চারপত্র মুড়া অবস্থিত। এই মঠের শুধু পূর্ব দিকেই দরজা আছে যা একটি প্রশস্ত হল রুমের দিকে গেছে।ইটখোলা মুড়া বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন (বিজিবি) ক্যাম্প এর উত্তর পাশের টিলায় ইটখোলা মুড়া অবস্থিত। পাশাপাশি দুটি প্রাচীন

প্রত্নস্থাপনার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এগুলো একটি মন্দির ও অপরটি বিহার। আবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলোর মধ্যে চুনবালিজাত উপকরনে তৈরি একটি বড় আকারে লোকতর বৃদ্ধ। আঁকাবাঁকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে হয়। এখানে একটি বৌদ্ধ মূর্তি আছে। মূর্তিটির উর্ধ্বাংশ জাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রায় সর্বদাই দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখরিত থাকে এ স্থানটি। **রূপবান মুড়া** ইটাখোলা মুড়ার দক্ষিণে কালিবাজার সড়কের অপর পার্শ্বে অবস্থিত অপর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নাম রূপবান মুড়া। কোটবাড়িতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ একাডেমী ফর রোরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)’র প্রধান ফটকের অদূরে (পশ্চিমে) এ স্থানটি অবস্থিত। এটি সমভূমি থেকে ১১. মি উঁচু টিলার উপর নির্মিত। তিনটি বসতি আমলের অস্তিত্ব রয়েছে এই শৈলিতে। ক্রুসাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত রূপবান মুড়াটি লটিকত মুড়া ও ভুজ বিহার। ময়নামতি যাদুঘরে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন- তাম্রফলক, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি, পাথরের ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলক সংরক্ষিত আছে। জেলার বুড়িচং উপজেলার সাহেববাজারের কাছে আছে রাণী ময়নামতির প্রাসাদ স্থানীয়রা একে বলে **রানীর বাংলা**। রানীর বাংলা অবস্থিত কুমিল্লা-সিলেট সড়কের পাশে। এর দেয়ালটি উত্তর-দক্ষিণে ৫১০ ফুট লম্বা ও ৪শ’ ফুট চওড়া। সেখানে স্বর্ণ ও পিতলের দ্রবাদি পাওয়া গেছে। এটি রিতিমতো ছোটখাটো একটি পাহাড়ের চূড়াতেই অবস্থিত অষ্টম শতকের স্থাপনা।

কিভাবে যাবেন -ক্যান্টমেন্টের গেটের ভিতর থেকে বাস ছাড়ে বার্ড এ যাওয়ার, উঠে পরুন টিকিট নিবে ২০ টাকা। নেমে আবার ব্যাটারী চালিত অটো বা সিএনজি পাবেন ময়নামতি যাওয়ার জন্য, জনপ্রতি ১০ টাকা নিবে।

ধর্ম সাগর :বড় পুকুরকে দীঘি বা সাগর বলা হয়। ধর্ম সাগর সেই রকম একটি দীঘি। এটি কুমিল্লা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দীঘির পাশেই একটি পার্ক আছে। ত্রিপুরার রাজা ধর্ম মাণিক্য এই দীঘিটি খনন করিয়েছিলেন। এই দীঘির বাম পাশে প্রতিবছর এই দীঘির পাশে মেলা বসে এবং পহেলা বৈশাখে নৌকা বাইচ হয়।

কিভাবে যাবেন -ময়নামতি হতে অটো বা রিক্সায় কুমিল্লা শহর এ অবস্থিত ধর্ম সাগর এ আসা যায়।

শাহ সুজা মসজিদ: শাহ সুজা মসজিদ ৩৫২ বছর ধরে কুমিল্লায় জেলায় স্ব মহিমায় টিকে আছে। এ মসজিদের নামকরণ, প্রতিষ্ঠাতার নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও এ মসজিদ যে পাক ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন মসজিদ গুলোর মধ্যে অন্যতম সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। গোমতী নদীর কোল ঘেষে কুমিল্লা শহরের মোগলটুলীতে এ মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। অবশ্য বর্তমানে গোমতী নদীটি ১ কিঃমিঃ দূরত্বে প্রবাহমান। আয়তনের দিক দিয়ে এ মসজিদ খুব বেশী বড় না হলেও এর কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সার্বিক অবয়ব আভিজাত্যের প্রতীক বহন করে। এর বাহ্যিক কারুকাজ প্রমাণ করে তৎসময়ে এর প্রতিষ্ঠাতাদের স্টার প্রতি সুবিশাল আনুগত্য এবং রুচির পরিচায়ক। ঐতিহ্য আর আভিজাত্যের প্রতীক মোগলটুলী শাহ সুজা মসজিদের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সন তারিখ উল্লেখ না থাকলেও জনশ্রুতি রয়েছে যে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পাশের দুটি গম্বুজ থেকে আকারে বড়। সাম্প্রতিকালে মসজিদের দুই প্রান্তে ২২ ফুট করে দুটি কক্ষ এবং সম্মুখ ভাগে ২৪ ফুট প্রশস্ত একটি বারান্দা নির্মাণ করায় আদি রূপ কিছুটা নষ্ট হয়েছে। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি সুউচ্চ মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের বর্তমানে কোন শিলালিপি নেই।

কিভাবে যাবেন -কুমিল্লা থেকে রিকশায় শাহ সুজা মসজিদে যাওয়া যায়।

বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন:ত্রিপুরা জেলার মহারাজ ‘বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর’ ১৮৮৫ সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসক এফ এইচ ফ্রাইন এর অনুরোধে বীরচন্দ্র নগর মিলনায়তন নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়ে ১০ বিঘা জমির উপর এটি নির্মাণ করেন। ১৮৮৫ হালড় ৬ মে প্রতিষ্ঠিত ওই ভবনই কুমিল্লার গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন, যা কুমিল্লা টাউন হল নামে পরিচিত। পাঠাগারে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, রাজমালা থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মনীষীদের রচনাসমগ্র রয়েছে। এখানে বাংলা ভাষার ২৪ হাজার বই ও ইংরেজি ভাষার ছয় হাজার বই দিয়ে ৬৩টি আলমারি সজ্জিত। টাউন হলের নিচতলায় সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে ৪৪টি জাতীয় আঞ্চলিক, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী। টাউন হলে মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ বিশিষ্টজনের আগমণ ঘটেছে।

কিভাবে যাবেন -কুমিল্লা থেকে রিক্সা অথবা ট্যাক্সি যোগে যাওয়া যায়।

সচীনদেব বর্মণের বাড়ি : জাতীয় কবির গান শেখার সুতিকাগার হিসেবে পরিচিত নগরীর বর্মণ হাউস। এ বর্মণ হাউসেই একদিন জন্মেছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সচীনদেব বর্মণ। বাড়িটি এখনো বিদ্যমান।